দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 14 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

548

স্থাপত্যবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান এবং

ডঃ এস এম মুজিবুর রহমান

বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের সাথে প্রশাসনের একটা দ্বন্দ্ব প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসছে; এই দ্বন্দ্বের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে আমার বিশেষ ধারণা নেই। বুয়েটের এই চলতি দ্বন্দ্ব অথবা সংকট নিয়ে লেখার আদৌ কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। সহসাই মনে হলো ঃ আমি তো একজন করদাতা- বেশ উঁচু হারেই কর দিয়ে থাকি সরকারকে; আর আমার মতো লাখ লোকের করের খরচেই চলছে দেশের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। কাজেই আমারও তো বলার কিছু রয়েছে বুয়েটের এই গুমোট অবস্থায়। অনেকটা কৌতূহল নিয়েই লক্ষ্য করছিলাম বীণাপাণির বরপুত্রদের কার্যবিধি। আমার স্মরণশক্তি যদি আমার সাথে প্রতারণা না করে তবে যতটুকু আমার মনে পড়ে দুটো কারণ এই সংকটের মূলে রয়েছে। কারণ দুটো হলোঃ (১) বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগ মনে করে পদার্থবিদ্যা ভর্তি প্রার্থনার পূর্বশর্ত হতে পারে না এবং (২) স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা বুয়েটের কেন্দ্রীয় পরীক্ষার আওতাধীন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এরপর ঘটনাবলির ধারা কৌতূহল ও বিরক্তির সাথে আমরা পত্রপত্রিকায় পড়েছি। কৌতূহল বলছি এ কারণে যে, স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক ও অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী মনে করেন গণতান্ত্রিক ধারা পদদলিত হয়েছে বুয়েট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে, আর কর্তৃপক্ষ বলছেন প্রতিবাদী পক্ষ আগাগোড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে চলেছেন। ফলশ্রুতি ফাটা বাঁশে আটকে আছেন সবাই। আমার ভিন্নমত হতেই পারে পক্ষপাতদুষ্ট। তবে আমি হলফ করে বলতে পারি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের একজনকেও আমি চিনি না, কারো সাথে কস্মিনকালেও আমার কোন যোগাযোগ হয়নি। অন্যদিকে বুয়েট কর্তৃপক্ষের কারো. কারো নামধাম আমি শুধু পত্রপত্রিকায়ই দেখেছি; তাদের কারো সাথেই আমার কোন পরিচয় নেই, আগামীতেও হবে বলে মনে হয় না।

বিশেষ প্রয়োজনে প্রায় এক বছরের অধিককাল ধরে আমি আমেরিকাসহ পশ্চিমা জগতের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিম্ন স্নাতক শ্রেণীর ভর্তির শর্তাবলি ও নিয়ম-কানুনের বইপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ যোগাড় করেছি। সহসাই আমার মনে হলো, আজকের অবস্থা যাই হোক না কেন, ফাটা বাঁশে আটকেপড়া বীণাপাণির সন্তানদের সাথে সাধারণ অভিভাবকরাও যেহেতু ব্যথার ভাগী, তখন দেখিই না কোন বীণাপাণির পশ্চিমা সন্তানেরা কি ভাবেন তাদের স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি নিয়ে। আমি প্রায় গোটা দশেক প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির শর্তাবলি ও নিয়ম-কানুন মনোযোগ সহকারেই দেখলাম। অনেকটা অবাক হয়েই লক্ষ্য করলাম ঐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনটাই বলছে না পদার্থবিদ্যা থাকতেই হবে ভর্তিচ্ছুদের উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ে। তবে অনেকেই যেটা বলেছে, তা হলো গণিতসহ যেকোন তিনটি বিষয়ে পাস হলেই চলবে [তবে ন্যূনতম বিশেষ পয়েন্ট পেতে হবে সব মিলিয়ে] আবার কোথাও বলেছে, গণিত থাকলে ভাল। না থাকলে ভর্তি করবে না এটা কোথাও বলেনি। তবে পদার্থবিদ্যার কথা বিশেষভাবে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। আর পদার্থবিদ্যাকে নিয়েই সম্ভবত আপাত ধামাচাপা দেয়া বিড়ম্বনার সূত্রপাত।

আমার প্রশ্ন, স্থাপত্যবিদ্যা কি আসলেই প্রকৌশল বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের কোন অংশ? এর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কিছুই বলার আছে। তবে আমার মনে হয়, এর বিপক্ষের যুক্তিই বেশি শক্তিশালী। স্থাপত্য ইতিহাসের দুটো উজ্জ্বল উদাহরণ দিয়েই শুরু করি। জগতের সবচেয়ে মনোরম দুটো অট্টালিকাঃ আগ্রার তাজমহল ও লন্ডনের সেইন্টপল গির্জার কথাই ধরুন। গেল প্রায় সাড়ে তিনশ বছর ধরে অট্টালিকা দুটোর সৌন্দর্যের কথা যথাক্রমে শুধু ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, জগতের প্রতিটি লোকালয় এদের কথা জানে। এখন আমার প্রশ্ন, পদার্থবিদ্যা তথা বিজ্ঞানের কতটুকু জানতেন অট্টালিকা দুটোর স্থপতিরা? পদার্থবিদ্যা তো বটেই; বিজ্ঞানের অবস্থাটা কিরূপ ছিল তখন? তখনো তো নিউটন ভৌত বিজ্ঞানের চিরায়ত নিয়মগুলো লেখেননি। অথচ সৃষ্টি হলো স্থাপত্যবিদ্যার জগদ্বিখ্যাত উদাহরণ পদার্থবিদ্যার লৌকিকতা ছাড়াই। আরো আগে সভ্যতার গোড়ার দিকে যদি চোখ বুলাই, তখন মিসরের পিরামিড ও ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান দেখে কি বলবেন? জগতের শ্রেষ্ঠতম স্ট্রাকচারগুলো তৈরির সময় লৌকিক বিজ্ঞানের পরিধি কতটুকু ছিল? প্রাচীন পারস্য দেশে মসজিদের আর ভারতের অজন্তা-ইলোরার স্থপতিরা কতটুকু পদার্থবিদ্যা জানতেন? তবে ঐ সকল স্থপতিদের প্রথম ও জরুরি বিদ্যা ছিল ব্যাপক সৌন্দর্যবোধ ও জ্যামিতিক জ্ঞান। জ্যামিতিক জগতের মধ্যে উপাচার (সিমেট্রি) ছিল অত্যাবশ্যকীয়। তবে ঐ সকল স্থপতি মাধ্যাকর্ষণ বলের ব্যবহার ও ধর্মাবলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এর লৌকিক নিয়মগুলো সম্পর্কে বই না পড়েই।

আজকাল অভ্যন্তরীণ সাজগোজ অর্থাৎ একটি বাড়ির ভেতরের সংগঠন কি ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয় সে বিষয়েও জ্ঞানদান করে স্থাপত্যবিদ্যা। ছোট একটি উদাহরণ দিই। সাম্প্রতিককালে বিখ্যাত একটি নির্মাণ কোম্পানি একটি বড় ধরনের বাড়ি তৈরি করেছে ঢাকার একটি অভিজাত পাড়ায়। এর প্রতিটি ফ্ল্যাটের বেশ-কয়েকটি ঘরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের বাক্স বসানোর জায়গা রাখা হয়েছে মোটামুটি হাঁটু উচ্চতায়। ঘরে ঢুকেই দৃষ্টিকটু এ সকল বাক্স দেখবেন। শুনেছি দেশের একজন নামকরা স্থপতি এই বিরাট বাড়িটির অভ্যন্তরীণ সংগঠনের প্রধান। উনার চিন্তাভাবনায় বিজ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধ কোনটাই স্থান পায়নি যদিও পদার্থবিদ্যা পড়েই তিনি স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রি নিয়েছেন। বিজ্ঞান যে এর মধ্যে কাজ করেনি এর কারণ হলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র থেকে যে ঠাণ্ডা বাতাস বেরোয় ওজনে ভারি (ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে) হয়ে তা নিচে নেমে যায় আর নিচের অপেক্ষাকৃত হালকা বাতাস উপরে উঠে যে পরিচলন ক্রিয়ার সৃষ্টি করে এটা জেনেও তিনি ঐ বাক্সগুলো বসিয়েছেন ভুল জায়গায়। ভুল বলছি এ কারণেই, পরিচলন ক্রিয়া হাঁটু উচ্চতায় কাজ করবে, ঘরে সব উচ্চতায় নয়। এখন পদার্থবিদ্যার এই পরিচলন বিষয়ে সামান্যতম লৌকিক জ্ঞান নেই অথচ সৌন্দর্যবোধ রয়েছে এমন একজনকে যদি এসি-র বাক্সগুলোর স্থান বাছাইয়ের কথা বলেন, তবে তিনি এই ভুল করবেন না। এর প্রথম ও একমাত্র কারণ হলো তিনি প্রথমেই দৃষ্টিকটু কোন স্থানে এগুলো বসাবেন না, তিনি পদার্থবিদ্যার নিয়ম না জেনেও সৌন্দর্য রক্ষার জন্য ওগুলো উপরে ছাদের দিকেই বসাবেন। এটাকে স্থূল ও হালকা উদাহরণ হিসেবে উড়িয়ে দেবেন অনেকেই, তবে এটাই সত্য। হয়তো বলবেন বিজ্ঞান ও সহজাত সৌন্দর্যবোধ যদি একই সাথে কাজ করে তবে তো সমস্যার সমাধান আরো ভাল হয়। অবশ্যই হয়, তবে উপরের ছোট উদাহরণ এটাই বলে সৌন্দর্যবোধ যেখানে সহজাত ও আপনা আপনি সমাধান দেয় বিজ্ঞানের প্রয়োগ সেখানে আপনা আপনি হয়নি!

আমার উল্লিখিত উদাহরণগুলো থেকে আমি বলতে চাই ঃ স্থাপত্যবিদ্যায় ভর্তির পূর্বশর্ত হিসেবে পদার্থবিদ্যা নয়, ইতিহাস, দর্শন, সৌন্দর্যবোধ ও নন্দনতত্ত্ব এবং সাধারণ বিজ্ঞানই যথেষ্ট। হয়তো বলবেন এগুলোও তো সবাই পড়ে না। সেটাও ঠিক, কিন্তু যারা পড়ে তাদেরকে কোন্ যুক্তিতে ভর্তির সুযোগ দেবেন না? তবে হ্যাঁ, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত যদি আপনারা মানতে না চান, আর পদার্থবিদ্যাকে ভর্তির পূর্বশর্ত হিসেবে রেখে ভর্তিচ্ছুকদের সংখ্যা কৃত্রিম উপায়ে কম রাখতে চান তবে সেক্ষেত্রে আমার বলার কিছু নেই।